মদ-জুয়া হ'তে বিরত থাকুন!

বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে তামাকজাত দ্রব্য এবং মাদক দ্রব্য। যা প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের সন্তানদের জীবন এবং ধ্বসিয়ে দিচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল। সেই সাথে মাদক ব্যবসা বর্তমান বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম ও সবচেয়ে লাভজনক হওয়ায় চোরাকারবারীরা এই ব্যবসায়ের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়েছে। তাছাড়া ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে মাদক পাচারের আন্ত র্জাতিক রুট। ফলে দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী মাদক অধিদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট মাদকাসক্তের ৯০ শতাংশই কিশোর, যুবক ও ছাত্র-ছাত্রী। যাদের ৫৮ ভাগই ধূমপায়ী। ৪৪ ভাগ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। মাদকাসক্তদের গড় বয়স কমতে কমতে এখন ১৩ বছরে এসে ঠেকেছে। আসক্তদের ৫০ শতাংশের বয়স ২৬ থেকে ৩৭ বছরের মধ্যে *(দৈনিক ইনকিলাব)*। এইসাথে বিস্ময়কর তথ্য হ'ল এই যে, দেশের মোট মাদকসেবীর অর্ধেকই উচ্চ শিক্ষিত। এভাবে ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও সাধারণ দিন-মজুর, বাস-ট্রাক, বেবীট্যাক্সি ও রিকশাচালকদের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপকভাবে মাদকাসক্তি। আর এটা জানা কথা যে, মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে'। 'শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদাহ ৫/৯০-৯১)*। অসংখ্য নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যে এখানে প্রধান চারটির উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ চারটি হারাম বস্তু আরও বহু হারামের উৎস। অতএব এগুলি বন্ধ হ'লে অন্যগুলিও বন্ধ হয়ে যাবে। এগুলি ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরন্তন হারাম হিসাবে গণ্য। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত প্রাণী, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবহকৃত...এবং জুয়ার তীর দ্বারা যেসব অংশ তোমরা নির্ধারণ করে থাক। এসবই পাপ কর্ম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

১. মদ : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চারটি বস্তুর মধ্যে প্রধান হ'ল 'মদ'। চাই তা প্রাকৃতিক হৌক বা রাসায়নিক হৌক। প্রাকৃতিক মদ: যেমন পানীয় মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা ইত্যাদি এবং তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য সমূহ। রাসায়নিক মদ : যেমন হেরোইন, ফেনসিডিল, কোকেন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, ইয়াবা, বিয়ার, হুইস্কি, চুয়ানি, ভদকা, শ্যাম্পেন, আইস পিল সহ বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন নামের অগণিত মদ। **২. মাইসির অর্থ জুয়া বা লটারী :** মাইসির হ'ল, মানুষ যেসব বিষয়ে বাজি ধরে ও জুয়া খেলে। শতরঞ্জ বা দাবা খেলা মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত। যার মাধ্যমে অর্থের লোভে মানুষ ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সাথে অনর্থক খেলা-ধূলাকেও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে সবরকম খেলা-ধূলা ইসলামে নিষিদ্ধ *(লোকমান ৩১/৬)*। অতএব যেসব খেলা পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে এবং ছালাত ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখে, সে সব খেলায় আর্থিক জুয়া থাক বা না থাক, তা নিষিদ্ধ এবং তা মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে ফুটবল ও ক্রিকেট জুয়া এবং হাউজী ও ক্যাসিনো সর্বাধুনিক জুয়ার আসর হিসাবে গণ্য। **৩. আনছাব বা নুছুব :** যার অর্থ নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করানো কোন স্তম্ভ বা পূজার বেদী। বর্তমান যুগে বিভিন্ন মাযারে পীর-আউলিয়ার নামে 'হাজত' দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব মোরগ-মুরগী ও পশু 'বিসমিল্লাহ' বলে যবহ করা হয় *(মায়েদাহ ৫/৩)*, তা উক্ত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যা স্পষ্টভাবে হারাম। একইভাবে শহীদ বেদী, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি যেখানেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। **৪. আযলাম :** এর অর্থ ভাগ্য নির্ধারণী তীর। যার মাধ্যমে জাহেলী আরবরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করত। বর্তমান যুগে পাখির মাধ্যমে বা রাশি গণনার মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। কেউ শান্তির প্রতীক মনে করে পায়রা উড়িয়ে শুভ কামনা করেন। কেউ বিশেষ কোন দিন বা সময়কে শুভ বা অশুভ গণ্য করেন। কেউ মৃত পীরের খুশী ও নাখুশীকে মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ বলে ধারণা করেন। এসবই 'আযলামে'র অন্তর্ভুক্ত; যা নিষিদ্ধ এবং স্পষ্টভাবে শিরক।

মাদকের কুফল : ধূমপানে বিষপান। কেননা বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় নিকোটিনসহ ৪০০০-এর মত রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে। যারা এগুলো খায় তারা টাকা দিয়ে স্রেফ বিষ কিনে খায়। এজন্য নিকোটিনকে 'খুনী' বলা হয়। কেননা এই বিষ প্রথমে ধূমপায়ীর স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। অতঃপর তাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। অথচ গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮ জন মাদকাসক্ত শুরুতে ধূমপানের মাধ্যমেই নেশার জগতে প্রবেশ করেছে। কেউ শখের বশে, কেউ বন্ধু-বান্ধবের চাপে, কেউ হতাশায় ভুগে। মদ ও জুয়ার মধ্যে কিছু উপকারিতা থাকার পরেও আল্লাহ তা হারাম করেছেন। অথচ তামাক ও ধূমপানে কোনই উপকার নেই। বরং শতকরা একশ ভাগই ক্ষতি এবং সবটাই অপচয়। ধূমপায়ীরা বছরে কোটি কোটি টাকা স্রেফ ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়। এরা শয়তানের গোলাম। আল্লাহ বলেন, 'অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/২৭)*। ফলে তামাক ও ধূমপান মদ ও জুয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। তামাক গাছ পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই গাছ মাটির এমন কিছু উপাদানকে নষ্ট করে দেয়, যা অন্যান্য ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। সকলেই জানেন যে, তামাক গাছ ছাগল, কুকুর এমনকি শূকরেও খায় না। অথচ মানুষে খায়। তামাক ও ধূমপান এমনই এক খাদ্য, যা ক্ষুধা মেটায় না, পুষ্টিও যোগায় না। যা কেবল জাহান্নামীদের খাদ্যের সাথেই তুলনীয়। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 'যা তাদের পুষ্ট করবে না, ক্ষুধাও মিটাবে না' *(গাশিয়াহ ৮৮/৭)*।

মাদকের কুফল শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সবদিকেই রয়েছে। এর শারীরিক (Physical) কুফলের মধ্যে প্রধান হ'ল, (ক) ফুসফুস আক্রান্ত হওয়া। ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, ক্যান্সার, হৃৎপিণ্ড বড় হওয়া, হার্ট ব্লক, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণের ফলে ফুসফুস ও মুখগহ্বরের ক্যান্সার সহ ২৫ প্রকার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও ধূমপায়ীদের আশপাশের অধূমপায়ীগণ ঐসব রোগ হওয়ার ৩০ শতাংশ ঝুঁকির মধ্যে থাকে। (খ) এর ফলে পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র আক্রান্ত হয়। তাতে অরুচি, এ্যাসিডিটি, আমাশয়, আলসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, কোলন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হয় (গ) প্রজননতন্ত্র আক্রান্ত হয়। তাতে যৌনক্ষমতা হ্রাস, বিকলাঙ্গ, প্রতিবন্ধী বা ত্রুটিযুক্ত সন্তান জন্মদান, সিফিলিস, গণোরিয়া, এইডস প্রভৃতি দূরারোগ্য ব্যাধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন চর্মরোগ হ'তে পারে। সর্বোপরি শরীরের সার্বিক রোগ

প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে যেকোন সময় যেকোন ধরনের জীবাণু দ্বারা সহজেই একজন মাদকসেবী আক্রান্ত হয়। অনেক মাদকদ্রব্য আছে, যা সেবনে কিডনী বিনষ্ট হয়। মস্তিষ্কের লক্ষ লক্ষ সেল ধ্বংস হয়ে যায়। কোন চিকিৎসার মাধ্যমে যা সারানো সম্ভব হয় না। এর ফলে লিভার সিরোসিস রোগের সৃষ্টি হয়, যার চিকিৎসা দুরূহ। বিশেষজ্ঞদের মতে মাদক ও ভেজাল খাদ্যের কারণেই মরণব্যাধি লিভার ও ব্লাড ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত বেগে। ফলে এখুনি বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি লোক ক্যান্সারের আক্রান্ত। অতএব সাবধান! বিশ্বের সকল আর্থিক ক্ষতির মধ্যে সিংহভাগ ক্ষতি হয় মদ ও জুয়ার কারণে। বর্তমান যুগে ক্রিকেট জুয়া যার শীর্ষে অবস্থান করছে। অথচ মানুষ যদি আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মানত, তাহ'লে দেশ ও জাতি এই চূড়ান্ত ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যেত।

মাদক নিষিদ্ধের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী সমূহ :

(১) 'প্রত্যেক নেশাকর বস্তু হারাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। (২) 'যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার অল্পটাও হারাম' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮১ প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩৬৪৫)*। (৩) 'তোমরা মদ পান করো না। কেননা 'মদ' হ'ল সকল অনিষ্টের মূল' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৪; মিশকাত হা/৫৮০)*। (৪) রাসূল (ছাঃ) মদের সাথে যুক্ত দশ ব্যক্তিকে লা'নত করেছেন : মদ প্রস্তুতকারী, মদের ফরমায়েশ দানকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার প্রতি মদ বহন করা হয়, যে মদ পান করায়, মদ বিক্রেতা, মদের মূল্য ভক্ষণকারী, মদ ক্রয়কারী, যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়' *(তিরমিযী হা/১২৯৫ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৭৭৬)*।

মদ্যপানের শাস্তি : মদ্যপান বন্ধ করার জন্য ইসলামে দু'ধরনের শাস্তির কথা এসেছে। **(১) ইহকালীন শাস্তি :** ইসলামে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের জন্য শাস্তি হ'ল ৪০ অথবা ৮০ বেত্রাঘাত *(বুখারী হা/৬৭৭৯; মিশকাত হা/৩৬১৬)*। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা আদালতের এখতিয়ারাধীন' *(মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর ২০১২ পৃ. ১০)*। **(২) পরকালীন শাস্তি :** মদ্যপানের পরকালীন শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ...'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করেছে এবং তা থেকে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করেছে, আখেরাতে সে তা পান করবে না' *(মুসলিম হা/২০০৩; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অর্থাৎ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াদাবদ্ধ যে ব্যক্তি নেশাকর বস্তু পান করে, তিনি তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেটি কি বস্তু? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের দেহের ঘাম অথবা দেহ নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ' *(মুসলিম হা/২০০২; মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি একবার মদ পান করে, আল্লাহ ৪০ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল করবেন না। তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে পরকালে আল্লাহ তাকে 'নাহরে খাবাল' অর্থাৎ জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত রক্ত ও পুঁজের দুর্গন্ধময় নদী থেকে পান করাবেন' *(তিরমিযী হা/১৮৬২; মিশকাত হা/৩৬৪৩)*। তিনি বলেন, 'এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধস, আকৃতি পরিবর্তন এবং আকাশ থেকে গযব নাযিল হবে। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সেটা কখন হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখন গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটবে এবং মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে' *(তিরমিযী হা/২২১২; ছহীহাহ হা/১৬০৪)*।

মাদকতা প্রতিরোধের উপায় : বর্তমান সমাজে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মধ্যে মাদকাসক্তের হার যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে দেশে সুস্থ লোক পাওয়া দুষ্কর হবে। এক্ষণে মাদকাসক্তি নিবারণের উপায় প্রধানতঃ দু'টি। যথা- **(১) নৈতিক ও ধর্মীয় উপায় :** বাংলাদেশে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের বসবাস। এখানে ধর্মীয় অনুভূতি ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে মাদকতা নির্মূল করা সম্ভব। ইসলামী দল ও সংস্থা সমূহের দায়িত্বশীল, মসজিদের ইমাম ও খতীব, ইসলামী জালসা ও সেমিনারে আলোচকদের মাধ্যমে এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট মাদকের দুনিয়াবী ক্ষতি ও পরকালীন শাস্তির বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। মূলতঃ ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি এবং বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধনের মাধ্যমে যদি পরিবর্তন আনা যায়, তবে সেটাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ও স্থায়ী সংশোধন। এছাড়া পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের কাছে মাদকতার অপকারিতা তুলে ধরবেন। কোন সন্তান এই ভয়াল নেশায় জড়িয়ে পড়লে সমাজ সচেতন সকলকে এগিয়ে আসা উচিত এবং তাকে ঐ নেশা থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা যরূরী।

(২) রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক উপায় : এক্ষেত্রে সরকারকে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা কোন দেশের প্রশাসন যদি দুর্বল হয়ে যায়, তাহ'লে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। অপরাধীরা যখন দেখবে যে, অপরাধ করলে কোন শাস্তি হয় না, তখন তারা আরো বেপরোয়া হবে। অতএব মাদক সেবন, মাদক পাচার ও ব্যবসার সাথে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা, তাদের তালিকা ও ছবি প্রচার করা এবং তাদের থেকে সাধারণ মানুষকে সাবধান করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হবে।

মাদকতা বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব : (১) মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহের লাইসেন্স বন্ধ করতে হবে। **(২)** প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সৎ ও ন্যায়পরায়ণদের মূল্যায়ন ও পুরস্কৃত করতে হবে। **(৩)** মাদকাসক্ত ব্যক্তি ও মাদকের সাথে জড়িতদের প্রকাশ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি তাদের সংশোধনের উত্তম ব্যবস্থা রাখতে হবে। **(৪)** সব ধরনের মিডিয়ায় মাদকতার দৃশ্য ও অশ্লীল ছবি সহ সকল পর্ণো সাইট বন্ধ করতে হবে। এর বিপরীতে মাদকাসক্তি নিবারণের উপায় এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। **(৫)** দেশের স্থল সীমান্তসহ মাদক প্রবেশের যতগুলি রুট আছে, সব পুরাপুরি বন্ধ করতে হবে। **(৬)** ধূমপান নিষিদ্ধের আইন কঠোর করতে হবে এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। **(৭)** তামাক উৎপাদন, বিপণন, আমদানী-রফতানী, ক্রয়-বিক্রয় এবং এর বিজ্ঞাপন প্রদানসহ সব ধরনের প্রচার বন্ধ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মদ ও ঈমান কখনও একত্রে থাকতে পারে না। বরং একটি অপরটিকে বের করে দেয়' *(নাসাঈ হা/৫৬৬৬; ছহীহাহ হা/২৫)*। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সংশোধন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

হে তরুণ! মদ-জুয়ার নিকটবর্তী হয়োনা। নিজের জীবনকে নিজ হাতে শেষ করো না।

হে অভিভাবক! সন্তানকে অর্থোপার্জনের মেশিন বানাবেন না। তাকে আল্লাহভীরু সুখী মানুষ হিসাবে গড়ে তুলুন।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), বিমানবন্দর রোড, পো : সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৯১৬-১২৫৫৮৩।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪৪১ হি./১৪২৬ বাং/২০১৯ খৃ.